১১ জুলাই, ২০২৬-এর জন্য দ্বিতীয় পাঠ

"কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ
পাইতেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু
পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের
কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ।"
(১ করিন্থীয় ১:১৮)

১ করিন্থীয় ১:১৭-৩১ যেভাবে ক্রুশ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তার কথা বলে।

বিশ্বাসীদের জন্য, ক্রুশ পরিত্রাণের প্রতীক। কিন্তু প্রথম শতাব্দীতে বসবাসকারী লোকদের জন্য, ক্রুশ শুধুমাত্র একজন অপরাধীর লজ্জাজনক মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করে।

এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা উদ্ধার পাওয়া যিনি ক্রুশে মারা গেছেন এবং তারপর আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন? মানুষের কাছে এটি একটি মূর্খতা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং দুর্বলতা মাত্র। কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা পবিত্র আত্মার আহ্বানে নিজেদের হৃদয় উন্মুক্ত করেছি, আমাদের কাছে ক্রুশ হলো 'ঈশ্বরের শক্তি, [...] প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা, পবিত্রকরণ এবং মুক্তি' (১ করিন্থীয় ১:১৮, ৩০)।

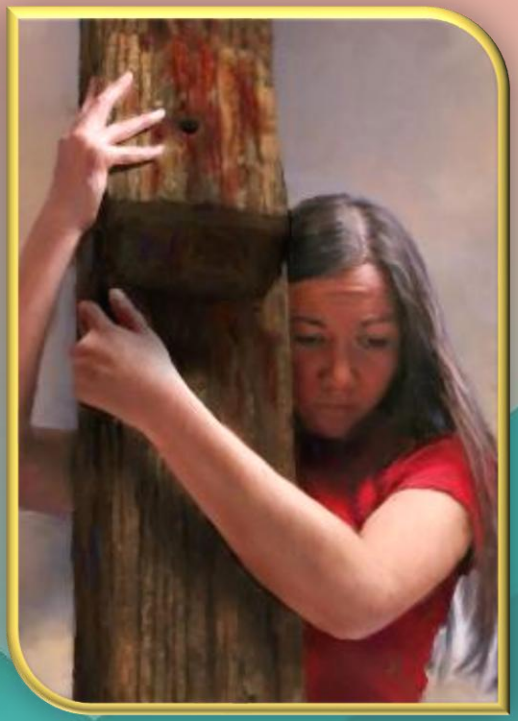

- ঈশ্বরের প্রজ্ঞা
- ক্রুশের উন্মাদনা
- ঈশ্বরের শক্তি
- ক্রুশের বার্তা
- ঈশ্বরের মূর্খতা এবং দুর্বলতা

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা

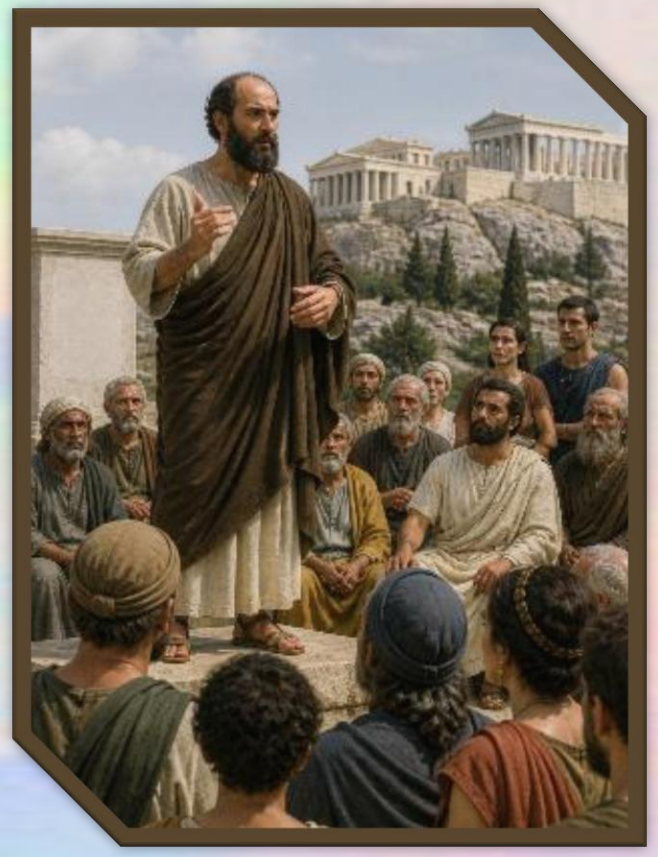

"কিন্তু যিহূদী ও গ্রীক, আহূত সকলের কাছে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই জ্ঞানস্বরূপ।" (১ করিন্থীয় ১:২৪)

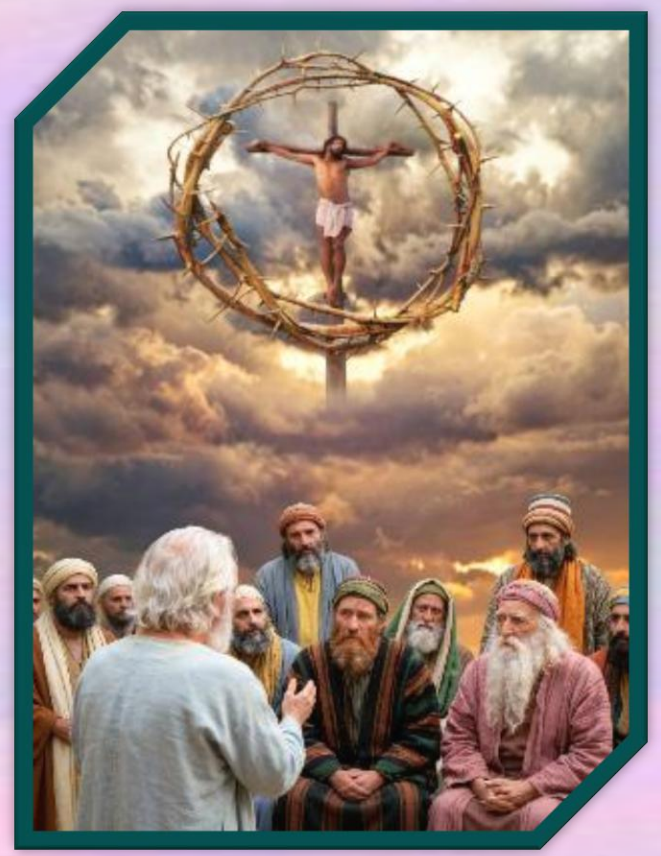

এথেন্সে, পৌল সেখানকার জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝানোর জন্য মানবীয় প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ব্যবহার করেছিলেন। এরপর থেকে, তিনি কেবল ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে তাঁর বার্তা প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, "মানুষের জ্ঞানের কথা ছাড়াই, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ তার শক্তি থেকে বঞ্চিত না হয়" (১ করিন্থীয় ১:১৭)।

পৌল দ্বারা প্রচারিত ঐশ্বরিক জ্ঞান কি?

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা "জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা" ধ্বংস করে; তা "জ্ঞানীদের বোধশক্তি" অগ্রাহ্য করে (১ করিন্থীয় ১:১৯); এবং "জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খতায় পরিণত করেছে" (১ করিন্থীয় ১:২০)।

সমস্ত মানবিক যুক্তির বিপরীতে, ঈশ্বরের জ্ঞান "প্রচারের মূর্খতার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের রক্ষা করা" (১ করিন্থীয় ১:২১)।

ক্রুশের উন্মাদনা

"কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ," (১ করিন্থীয় ১:২৩)

গ্রিক শব্দ mōria (উন্মাদনা, মূর্খতা, বোকামি) ১ করিন্থীয় পুস্তকে পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে:

- "কেননা যারা বিনাশের পথে চলেছে (ধ্বংস হচ্ছে) তাদের কাছে ক্রুশের বার্তাটি মূর্খতা..." (১ করিন্থীয় ১:১৮)
- "ঈশ্বর প্রচারের মূর্খতার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন" (১ করিন্থীয় ১:২১)
- "ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট, [...] অ-ইহুদিদের কাছে মূর্খতা" (১ করিন্থীয় ১:২৩)
- "জাগতিক মানুষের কাছে [...] ঈশ্বরের আত্মার বিষয়সমূহ [...] মূর্খতা" (১ করিন্থীয় ২:১৪)
- কারণ জাগতিক জ্ঞান ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূর্খতা। (১ করিন্থীয় ৩:১৯)

যারা বিনাশের পথে চলেছে (হারিয়ে গেছে) তাদের কাছে ক্রুশ হলো একটি মূর্খতা; যারা ঈশ্বরকে চেনে না (অ-যিহূদী বা পরজাতি) তাদের কাছে; যারা কেবল এই জগৎ নিয়ে চিন্তা করে (জাগতিক বা স্বাভাবিক মানুষ) তাদের কাছে; এবং যারা কেবল নিজেদের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের কাছে এটি মূর্খতা।

কিন্তু যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুশকে দেখতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য ক্রুশ একটি আশীর্বাদ।

ঈশ্বরের শক্তি

"কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ।" (১ করিন্থীয় ১:১৮)

মানুষের নিকৃষ্টতম রূপ এবং ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করার ক্ষমতা ক্রুশের রয়েছে (১ করিন্থীয় ১:১৮)।

মানুষের নিকৃষ্টতম রূপ	ঈশ্বরের সর্বোত্তম উপহার/দান
উন্মত্ততা	শক্তি
অস্বীকৃতি	গ্রহণযোগ্যতা
আত্মবিনাশ	ক্ষমাশীলতা
আত্মিক ধ্বংস	পরিত্রাণ

যারা ক্রুশকে প্রত্যাখ্যান করে তারা তাদের ভুল কর্মের ফল ভোগ করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা যাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল (অথবা, তারা যাঁর বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল) তাঁরই দ্বারা ধ্বংস হবে।"

ক্রুশে প্রদর্শিত ঈশ্বরের পরাক্রম (শক্তি) মানুষের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে তার পুনর্মিলন ঘটাতে এবং তাকে অনন্ত জীবন দান করতে সক্ষম (কলসীয় ১:২০; ১ পিতর ২:২৪)।

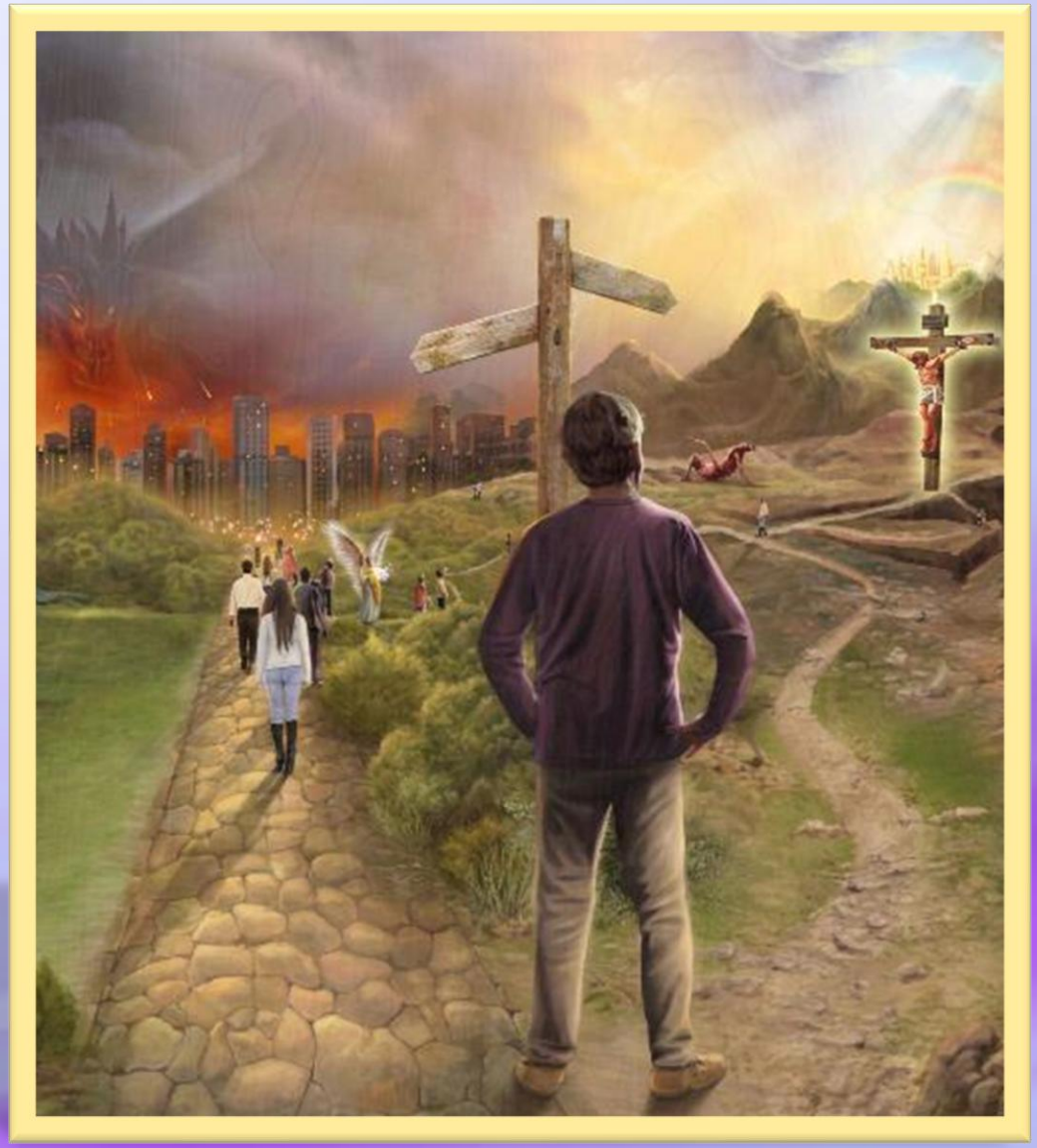

ক্রুশের সুসমাচার

"কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল।" (১ করিন্থীয় ১:২১)

ক্রুশের বার্তা প্রচার করা কেন মূর্খতা (১ করিন্থীয় ১:২১-২৪)?

যিহূদীরা (ইহুদিরা) এমন একজন মশীহের অপেক্ষা করছিল যিনি তাদের রোমানদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করবেন। যীশু যখন ঘোষণা করলেন যে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে, তখন তাঁর নিজস্ব শিষ্যেরাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর, একজন যিহূদীর কাছে গাছের ওপর ঝুলন্ত কোনো মানুষ ছিল ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩)। অন্যদিকে একজন অ-যিহূদীর (Gentile) কাছে, যে কি না কোনো উদ্ধারকর্তার আশাই করেনি, সিদ্ধান্তটি একই ছিল: ক্রুশ হলো একটি পাগলামি।

বে স্বর্গদূতদের কাছে ক্রুশের বার্তাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিষয়। যীশু, যাঁকে তাঁরা স্বর্গে চিনতেন ও জানতেন, তিনি এমন এক মানবজাতির প্রতি ভালোবাসার টানে নিজেকে উৎসর্গ (খুন) হতে দিয়েছিলেন, যারা খোদ তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। পৌল তাঁর প্রচারের মাধ্যমে ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

ক্রুশের বার্তাটি এটিই প্রদর্শন করে যে, আমাদের পরিত্রাণ (মুক্তি) দান করার জন্য ঈশ্বর কতদূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলেন।

ঈশ্বরের মূর্খতা ও দুর্বলতা

"কেননা ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল।" (১ করিন্থীয় ১:২৫)

ঈশ্বর কি কোনোভাবেই মূর্খ বা দুর্বল (1 করি. 1:25)?

অবশ্যই না, কারণ ঈশ্বরের কোনো অপূর্ণতা নেই। পৌল এখানে কেবল একটি রূপক তুলনা করছেন: ঈশ্বরের যদি কোনো মূর্খতাপূর্ণ চিন্তা থাকত, তবে তিনি মানুষের সবচেয়ে জ্ঞানী চিন্তার চেয়েও জ্ঞানী হতেন; অথবা ঈশ্বরের মধ্যে যদি কোনো দুর্বল যুক্তি থাকত, তবে তা মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তির চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হতো।

সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগৃহীত সমস্ত জ্ঞানও মানবজাতির পরিত্রাণের কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্ষম।

একমাত্র ঈশ্বরই ক্রুশে উৎসর্গীকৃত যীশুর বলিদানের শক্তির মাধ্যমে "যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে" (১ করিন্থীয় ১:১৮); "বিশ্বাসীদের" (১ করিন্থীয় ১:২১); এবং "যারা আহূত" (১ করিন্থীয় ১:২৪) তাদের মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছেন।

মনে রাখবেন যে পবিত্র আত্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা যীশুতে বিশ্বাস করে তারাই রক্ষা পাবে।

বর্তমান সময়ে বসবাসকারী বহু মানুষের মনে কালভারীর ক্রুশ পবিত্র স্মৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রুশবিদ্ধকরণের সেইসব দৃশ্যের সাথে এক পবিত্র অনুভূতি ও অনুষঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পৌলের সময়ে ক্রুশকে চরম ঘৃণা, অনীহা ও আতঙ্কের চোখে দেখা হতো। যিনি ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে তুলে ধরাটা স্বাভাবিকভাবেই উপহাস ও বিরোধিতাকেই ডেকে আনত। [...]

ক্রুশের সাথে মানবজাতির উন্নতি বা পরিত্রাণের (মুক্তির) কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে—এমনটা দেখানোর চেষ্টা করার কারণে তাঁকে (পৌলকে) সংকীর্ণমনা বা দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো।

কিন্তু পৌলের কাছে ক্রুশ ছিল সর্বোচ্চ আগ্রহ ও আকর্ষণের একমাত্র বিষয়। [...] তিনি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে, একজন পাপী যখন ঈশ্বরের পুত্রের আত্মত্যাগের মধ্যে পিতার সেই অসীম ভালোবাসাকে একবার অবলোকন করে এবং ঈশ্বরের সেই আত্মিক প্রভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে; আর তখন থেকে খ্রিস্টই তার জীবনের সবকিছুর মূলে পরিণত হন।

EGW (The Acts of the Apostles, p. 245)